সূচিপত্র

১.	**ফরয সালাত**	১০
	মুমিনের সালাত কেমন হবে	১৩
	মুমিনের সালাতের বৈশিষ্ট্য	১৩
	সময় মতো সালাত আদায়	১৩
	নিয়মিত সালাত আদায়	১৫
	সালাতে যত্নশীল হওয়া	১৬
	সালাতে বিনয়	১৬
	জামাতে সালাত আদায়	১৭
২.	**ফরয সালাত ছাড়া অন্য সালাত**	২০
	বিত্‌রের সালাতে কি পড়বে	২১
	বিত্‌র পড়তে না পারলে করণীয়	২৩
	ফরয সালাতের আগে-পরের সালাত	২৪
	দিন ও রাতের অন্যান্য সালাত	২৪
	সালাতুশ শুরূক (ইশরাকের সালাত)	২৫
	সালাতুদ্‌ দোহা-দোহার সালাত	২৬
	সালাতুদ্‌-দোহার সময় কখন	২৭
	তাহিয়্যাতুল অযূ-অযূর পর সালাত	২৮
	সালাতুত্‌ তাহাজ্জুদ-তাহাজ্জুদের সালাত	২৯
	তাহিয়্যাতুল মাসজিদ	৩৩
৩.	**সালাতে যা পড়া হয়**	৩৬
	সানা	৩৬
	রুকূ ও সিজদার তাসবীহ	৩৯
	রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে কী পড়তে হয়	৪১
	দু'সিজদার মাঝে কী পড়তে হয়	৪২

AHSAN PUBLICATION

সিজদার দু'আ ৪৩
তাশাহহুদ ও দরূদের পর কী পড়তে হয় ৪৪
সালাতের সালাম ফিরিয়ে কী পড়তে হয় ৪৮
ফরয ও মাগরিবের পর অতিরিক্ত দোয়া ৫১

৪. সালাতের সাথে সম্পৃক্ত কাজ ৫২
অযূ ৫২
আযান ৫৪
ইকামাত ৫৬

৫. সকাল ও সন্ধ্যায় আমল ৫৭
সকাল ও সন্ধ্যায় তাসবীহ, যিক্‌র ও দু'আ ৫৮

৬. রাতে ঘুমানোর আগে করণীয় আমল ৬৩
ঘুম থেকে জাগার পর দু'আ ৬৮

৭. সারা দিনের যিক্‌র ও দু'আ ৭০
সারা দিন যিক্‌র ও দু'আ কেন? ৭০
ঘরে প্রবেশ ও বের হওয়ার দু'আ ৭৩
খাওয়ার আগে ও পরের দু'আ ৭৪
যানবাহনে উঠার দু'আ ৭৫
উপরে উঠা ও নিচে নামার দু'আ ৭৬
মাসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দু'আ ৭৬
প্রস্রাব পায়খানার জন্য নির্ধারিত স্থানে প্রবেশ ও বের হওয়ার দু'আ ৭৭
সফরে (ভ্রমণে) যাওয়ার সময় দু'আ ৭৭
সময় ও কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন দু'আ ও যিক্‌র ৭৮
বিপদ মুসিবতে পড়লে দু'আ ৮০
শিরক থেকে বাঁচার দু'আ ৮১

AHSAN PUBLICATION

৮. তাওবাহ ও ইস্তিগফার ৮২
ইস্তিগফারের ভাষা ৮৪

৯. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের ওপর সালাত ও সালাম (দরূদ) ৮৬
সালাত ও সালামের ভাষা ৮৭
দরূদ পড়ার সময় ৮৯

১০. শরীরের সন্ধি তথা অঙ্গ সংযোগস্থলের সাদাকাহ ৯২

১১. প্রতিদিনের আরো আমল ৯৩
সালাম ৯৪
রোগী দেখতে যাওয়া ৯৭
জানাযার অনুসরণ ৯৮
দাওয়াতে সাড়া দেয়া ৯৯
হাঁচির জবাব দেয়া ১০০
খাওয়ানো ১০০
রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা ১০২
প্রতিবেশির খোজ-খবর নেয়া ১০৪
মেহমানদারী ১০৫
বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা ১০৬
সুপারিশ ১০৬
দান-সাদাকাহ ১০৭

১২. জুমাবারের আমল ১১০
জুমাবারে করণীয় ১১১
জুমার দিন যা করা যাবে না ১১৩

১৩. সোম ও বৃহস্প্রতিবারের আমল ১১৪

১৪. শনিবারের আমল ১১৫

AHSAN PUBLICATION

প্রথম প্রকাশে

লেখকের কথা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সকল প্রসংশা মহান আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে এতোসব নিয়ামত দিয়েছেন, যার পরিসংখ্যান করা যায় না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ নিজেই বলেন, 'যদি তোমরা আমার নেয়ামত গুনতে চাও, তাহলে তোমরা তার পরিসংখ্যান করতে পারবে না'।[1] মানুষকে দেয়া নেয়ামতসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত হলো তার জীবন। জীবন হচ্ছে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের সমষ্টি। এ সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। সকল মনুষকে এ সময়টি অতিক্রম করতে হবে। এ সময় পূর্ণ হওয়ার আগে কারো মৃত্যু হবে না।

পরকালে মানুষকে জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, জীবনকে সে কিভাবে কাজে লাগিয়েছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আদম সন্তান কিয়ামাতের দিন তার রবের সামনে থেকে দু'পা নাড়াতে পারবে না যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে: জীবনকে কিভাবে নিঃশেষ করেছে, যৌবনকে কিভাবে কাজে লাগিয়েছে, সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে আর কিভাবে খরচ করেছে এবং যে শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন করেছে সে অনুযায়ী কতটা কাজ করেছে।'[2]

জীবন-মৃত্যুর সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে যাচাই করতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে আমল তথা কর্মের দিক থেকে কে উত্তম'।[3]

মুমিন হিসাবে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাদের এ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। মৃত্যুর পরের জীবনই চূড়ান্ত জীবন। এ জীবন অনন্ত। একজন মুমিন পরকালীন জীবনকে গুরুত্ব দিবে এবং সে জীবনের জন্যে কাজ করবে। এ ধরনের মুমিনই বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান।

AHSAN PUBLICATION

---

১. ৩৪ : ইবরাহীম
২. সুনান তিরমিযী (২৪১৬)
৩. ২ : আল মুল্‌ক

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'বুদ্ধিমান তো সেই যে তার প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যুর পরের জন্যে আমল তথা কাজ করে।'[৪]

প্রতিটি দিন আমাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে বরাদ্দকৃত নির্দিষ্ট সময়ের জীবনের অংশ। যে দিনটি চলে যাচ্ছে সে দিনটি আর ফিরে আসবে না। আগামিকালটি আমাদের জীবনে আসবে– এটি নিশ্চিত নয়। ইমাম আল হাসান আল বাসরী (রাহি.) বলেন, 'পৃথিবী তিন দিনের। গতকাল যা অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে, আগামিকাল হয়তোবা তুমি পাবে না অতএব তুমি ভেবে দেখো তোমার আজকের দিনটিতে তুমি কী করছো?'[৫]

তিনি আরো বলেছেন, 'গতকাল চলে যাওয়া সময়, আজ কাজের জন্য আর আগামিকাল হলো একটি আশা।'[৬]

তিনি যথার্থই বলেছেন। আজকের দিনটিই আমাদের কিছু করার দিন। পার্থিব জীবনের জন্যে যা করা প্রয়োজন, আমরা তা করবো। তবে মৃত্যুর পরবর্তী স্থায়ী জীবনের জন্যেও কাজ করতে হবে। আগামিকালের অপেক্ষা করা যাবে না। আগামিকালটি আমাদের কারো কারো জীবনে নাও আসতে পারে। একজন মুমিনকে প্রতিদিন কী কাজ করতে হবে– এ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ্তে বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে। এগুলো বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। তাই আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও নিয়মিত এ কাজগুলোর অনুশীলন অনেকের জন্যে কষ্টসাধ্য। আমরা সহজে যেন প্রতিদিনের নির্ধারিত আমল তথা কাজগুলো করতে পারি সে জন্যে কুরআন ও সুন্নাহ্র ভিত্তিতে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা আমলগুলো একত্রে সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করা হয়েছে এ পুস্তিকাটিতে।

আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দিন, আমরা যেন প্রতিদিনের নির্ধারিত কাজ প্রতিদিনেই সম্পন্ন করতে পারি। আমাদের জীবনে **'আজ'** দিনটি একবারই আসে। আজকের কাজ আজ করতে না পারলে তা আর কখনো করতে পারব না। আগামিকালের অপেক্ষায় থাকা যাবে না, কেননা আগামিকাল আমাদের জীবনে নাও আসতে পারে। আর আসলেও সেটি হবে আগামিকালের **'আজ'**।

আ.ন.ম. রশীদ আহমাদ
০১৯৩২-৪৬৯৯৮৪
০১৭৭৩-৬৮৬৪৭০

৪. সুনান ইবনু মাজাহ (৪২৬০) ও সুনান তিরমিযী (২৪৫৯)।
৫. আয্ যুহ্দ- ইবনু আবিদ্ দুনিয়া।
৬. আদাবুদ্ দুনিয়া ওয়াদদ্বীন-আল মাওয়ারদী

AHSAN PUBLICATION

ফরয সালাত*

ইসলামের রুকন তথা ভিত্তি পাঁচটি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ."

'ইসলামের ভিত্তি রাখা হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের ওপর। (সেগুলো হলো) সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, সালাত প্রতিষ্ঠা, যাকাত প্রদান, (আল্লাহর ঘরের) হজ্জ এবং রামাদানের সাওম*।'[৭]

উল্লেখিত পাঁচটি রুকন (স্তম্ভের) মধ্যে প্রথমটির সম্পর্ক ঈমানের সাথে। বাকি চারটি হলো ইবাদাত। যার মাধ্যমে ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত হচ্ছে সালাত। সালাত সর্বপ্রথম ফরয হওয়া ইবাদাত। অন্য সকল ইবাদাত ফরয হয়েছে জিবরীল (আ.)-এর মাধ্যমে যমীনে। সালাত যমীনে নয়, বরং তা ফরয হয়েছে সপ্তম আকাশের ওপরে মহান আরশ থেকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালাতের ঘটনাবহুল তেইশ বছরের জীবনে দুটি ঘটনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি হলো কুরআন নাযিলের মাধ্যমে রিসালাত প্রাপ্তি, যা ঘটেছে নূর পাহাড়ের হেরা গুহায়। আর দ্বিতীয়টি হলো ইস্‌রা ও মিরাজের ঘটনা। নবুওয়াত প্রাপ্তির একাদশ ও দ্বাদশ সনের মাঝামাঝি সময়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর খুব কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন, তখন আল্লাহ পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করলেন। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ আমার উম্মাতের ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। আমি তা নিয়ে মূসার পাশ দিয়ে ফিরে আসছিলাম, তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার উম্মাতের জন্যে কী ফরয করেছেন? আমি

---

* ইরানসহ পাক-ভারত উপমহাদেশে সালাত 'নামায' হিসাবে পরিচিত। সালাত ইসলামের মৌলিক একটি ইবাদত। কুরআন ও সুন্নাহতে এ ইবাদাতটির পরিচয় দেয়া হয়েছে সালাত হিসাবে। তাই 'নামায' না বলে, 'সালাত' বলাই ভালো।

* সাওম- আমাদের সমাজে রোযা হিসাবে পরিচিত। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র ভাষা হচ্ছে **'সাওম'**।

৭. সহীহুল বুখারী (৮) ও সহীহ মুসলিম (১৬)।